জনসংযোগ অফিস
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়
কর্ণকাঠী,বরিশাল সদর,বরিশাল - ৮২০০
ফোনঃ ০৪৩১-৬১২১২-১৩৫০(এক্স) মোবাঃ ০১৭১১-০০১৯০৫ E-mail: b.university.pro@gmail.com, Web: barisaluniv.edu.bd

"শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ"

প্রেস-রিলিজ

তারিখ ঃ ০৭/০৭/২০১৮খ্রিঃ

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়
রিসার্চ সেলের আয়োজনে সেমিনার অনুষ্ঠিত

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় রিসার্চ সেলের আয়োজনে অদ্য ৭ জুলাই ২০১৮ তারিখ সকাল ১০ ঘটিকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে "Industry Academia Alliance in the Greater Barisal Region" শীর্ষক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য বিশিষ্ট মৃত্তিকা ও পরিবেশ বিজ্ঞানী প্রফেসর ড. এস এম ইমামুল হক এর সভাপতিত্বে সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আমির হোসেন আমু এমপি । সেমিনারে বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. এ কে এম মাহবুব হাসান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টেকনোলজি ট্রান্সফার অফিসের সম্মানিত পরিচালক প্রফেসর মিজানুর রহমান। বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় রিসার্চ সেলের পরিচালক ও কোস্টাল স্টাডিজ এন্ড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট বিভাগের চেয়ারম্যান ড. হাফিজ আশরাফুল হক এর সঞ্চালনায় সেমিনারে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সিএসই বিভাগের চেয়ারম্যান বঙ্গবন্ধু হলের প্রভোস্ট জনাব রাহাত হোসাইন ফয়সাল, বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশের উপ-পুলিশ কমিশনার (দক্ষিন) জনাব গোলাম রউফ খান এবং বেঙ্গল বিস্কুট কোম্পানির ম্যানেজার জনাব আবদুর রহমান। সেমিনারে বক্তারা "Industry Academia Alliance in the Greater Barisal Region" এর নানা দিকসহ একাডেমিসিয়ান ও শিল্পদ্যোক্তাদের মধ্যে পারস্পারিক সমন্বয় সাধণপূর্বক বরিশালের শিল্পোন্নয়নের বিবিধ বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন অনুষদের ডিন, রেজিস্ট্রার, চেয়ারম্যানবৃন্দ, প্রক্টর, প্রভোস্টবৃন্দ, শিক্ষকমন্ডলী, পরিচালকবৃন্দ, অফিস প্রধানগণ, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিদেরকে ফুল ও ক্রেস্ট দিয়ে সম্মাননা জানান মাননীয় উপাচার্য মহোদয়। উপাচার্য মহোদয়ের ফুলেল শুভেচ্ছার পরপরই প্রধান অতিথি মহোদয়কে ফুল দিয়ে সম্মাননা জানান বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, অফিসার্স এসোসিয়েশন, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেনি কল্যান পরিষদের নেতৃবৃন্দ। সেমিনারের প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আমির হোসেন আমু এমপি মহোদয় প্রদত্ত পূর্নাঙ্গ বক্তব্য এতদ্সঙ্গে সংযুক্ত হলো।

কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে

মো. ফয়সল মাহমুদ রুমি
উপ-পরিচালক (চ.দা.)
জনসংযোগ অফিস

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী, জনাব আমির হোসেন আমু এম.পি'র বক্তব্য

সেমিনারের সম্মানিত সভাপতি, প্রফেসর ড. এস. এম. ইমামুল হক, মাননীয় উপাচার্য, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়
বিশেষ অতিথি অধ্যাপক ড. এ কে এম মাহবুব হাসান, ট্রেজারার, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়
প্রফেসর মিজানুর রহমান, পরিচালক, টেকনোলজি ট্রান্সফার অফিস, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়
সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ
বরিশালের শিল্প উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ
আমন্ত্রিত অতিথিবর্গ
উপস্থিত শিক্ষকমণ্ডলী ও শিক্ষার্থীবৃন্দ
প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকগণ
অভ্যাগত সুধীজন
শুভ সকাল।

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় রিসার্চ সেলের উদ্যোগে আয়োজিত **" বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চলে শিল্প-শিক্ষাবিদ জোট (Industry Academia Alliance in the Greater Barisal Region)"** শীর্ষক আজকের এ সেমিনারে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি আনন্দিত। শুরুতেই এ ধরনের ইস্যুতে সেমিনার আয়োজন করায় আমি উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানাই। এটি বরিশাল অঞ্চলে শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা বেগবান করতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

সুধীবৃন্দ,

১৯৭১ সালে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা অর্জন করেছি বাংলাদেশের স্বাধীনতা। ৩০ লাখ বীর শহীদসহ অসংখ্য মানুষের আত্মত্যাগের মহিমায় আমাদের স্বাধীনতার এ অর্জন উদ্ভাসিত। একটি শোষণ ও বঞ্চনামুক্ত, ন্যায়ভিত্তিক, প্রগতিশীল রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দেশের আপামর জনসাধারণ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। বাংলাদেশ এখন স্বাধীনতার ৪৭তম বর্ষ অতিক্রান্ত করছে। এ দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বাংলাদেশের শিল্প, কৃষি, যোগাযোগ, আইসিটি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ সকলখাত ক্রমান্বয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে। চলতি বছর স্বাধীনতার মাসে আমরা এলডিসি ক্যাটাগরি থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ ঘটাতে সক্ষম হয়েছি। জাতিসংঘ নির্ধারিত তিনটি সূচকের মানদন্ডেই সাফল্য বজায় রেখে বাংলাদেশ এ অনন্য স্বীকৃতি অর্জন করেছে। এর আগে ২০১৫ সালে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশকে নিম্ন-মধ্যম আয়ের রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। ১৬ এপ্রিল, ২০১৮ কমনওয়েল্থভুক্ত দেশগুলোকে নিয়ে প্রকাশিত তালিকায় উদ্ভাবনী সূচকে বাংলাদেশ ২৪তম স্থানে ওঠে এসেছে। বিশ্বব্যাংক, জাতিসংঘ এবং কমনওয়েল্থ-এর এই ধারাবাহিক স্বীকৃতি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে বাংলাদেশের অব্যাহত অগ্রযাত্রার স্বাক্ষর বহন করে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার ২০২১ সালের মধ্যে শিল্পসমৃদ্ধ মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের চলমান ধারা অব্যাহত রাখতে আমাদের সরকার এলাকাভিত্তিক শিল্প সম্ভাবনা কাজে লাগানোর নীতি গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে সরকার ব্যাপকহারে অবকাঠামো উন্নয়নের কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। বাঙালি জাতি নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ করবে বলে বঙ্গবন্ধু কন্যা দৃঢ় ঘোষণা দিয়েছিলেন। এর বাস্তবতা হিসেবে এখন প্রমত্তা পদ্মানদীর বুকে পদ্মাসেতুর ৫টি স্প্যান দৃশ্যমান।

পদ্মাসেতুর পাশাপাশি আমাদের সরকার পদ্মা রেলসেতু নির্মাণ প্রকল্প, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প, রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, চট্টগ্রাম দোহাজারী থেকে রামু কক্সবাজার এবং রামু ঘুমধুম রেলপথ নির্মাণ, ঢাকা মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (এমআরটি) ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প, পায়রা সমুদ্রবন্দর নির্মাণ, সোনাদিয়া গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ প্রকল্প, মাতারবাড়ী আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল পাওয়ার প্রকল্প এবং মহেশখালীতে ভাসমান এলএমজি টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এই ১০টি মেগা প্রকল্পে চলতি অর্থবছরের বাজেটে ৩০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

একই সাথে সরকার দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে ৩০ হাজার হেক্টর জমিতে এই অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলো প্রতিষ্ঠা করা হবে। সরকারি-বেসরকারি মিলে এ পর্যন্ত ৭৬টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দেয়া হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইতোমধ্যে ১০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল উদ্বোধন করেছেন এবং ২৬টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের কাজ চলমান আছে। এর মধ্যে বরিশাল অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য ভোলা ও বরিশাল জেলায় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার কাজ চলছে। ৬০৪ একর জমির ওপর অর্থনৈতিক অঞ্চল দু'টি গড়ে তোলা হবে। বিভিন্ন এলাকায় গড়ে তোলা অর্থনৈতিক অঞ্চল ঘিরে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ এবং অর্থনৈতিক কর্মচাঞ্চল্য বাড়ছে। অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলো প্রতিষ্ঠার কাজ শেষ হলে, অতিরিক্ত ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় বাড়বে। পাশাপাশি প্রায় ১ কোটি মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে।

ঐতিহ্যগতভাবেই বরিশাল অঞ্চল বাংলাদেশের একটি সমৃদ্ধ জনপদ। বরিশাল জেলা ধান, মাছ ও কৃষিপণ্যে সমৃদ্ধ। পাশাপাশি ভোলা জেলা প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন- গ্যাস, ব্ল্যাক ডায়মন্ড এবং ও পটুয়াখালী জেলা পর্যটন শিল্পে সমৃদ্ধ। ১৩,২৯৫ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এ বিভাগের জনসংখ্যা প্রায় ৮৫ লাখ। এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর বেশির ভাগ কৃষি ও কৃষিভিত্তিক পেশার সাথে জড়িত। সামুদ্রিক মৎস্য আহরণেও বরিশাল বিভাগ এগিয়ে রয়েছে। বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় তিন লাখ মেট্রিক টন ইলিশ উৎপাদন হয়। এর মধ্যে বরিশাল বিভাগে প্রায় ২ লাখ মেট্রিক টন ইলিশ উৎপাদিত হয়ে থাকে। এ বিবেচনায় বরিশালে হিমায়িত মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে তোলার সুযোগ রয়েছে। এছাড়া, এ অঞ্চল চামড়া, হস্ত ও কারু শিল্পে সমৃদ্ধ। বিশ্বব্যাপী সবুজ পণ্য তথা ইকো প্রোডাক্ট ব্যবহারের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে বরিশাল অঞ্চলে ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প পণ্যের বহুমুখীকরণ ও মূল্য সংযোজনের চমৎকার সুযোগ তৈরি হয়েছে।

বরিশাল অঞ্চলের উপকূলবর্তী ভোলা জেলায় প্রাকৃতিক গ্যাসের পর্যাপ্ত মজুদ থাকায় ইতোমধ্যে বরেণ্য শিল্প উদ্যোক্তারা বিনিয়োগ করতে শুরু করেছেন। দামিদানি অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠানের পণ্য এখানে উৎপাদিত হচ্ছে। পদ্মা সেতু, পায়রা বন্দর ইত্যাদি নির্মাণের ফলে এ অঞ্চলে বিনিয়োগ আরো বাড়বে। ভোলাতে একটি গ্যাসভিত্তিক ইউরিয়া সার কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় সম্ভাব্যতা যাচাই করছে। বঙ্গোপসাগরের নিকটবর্তী ঢালচড়ে ব্ল্যাক ডায়মন্ড আবিষ্কার হয়েছে বলে আমি শুনেছি। এগুলো উত্তোলন করতে পারলে আমাদের জাতীয় অর্থনীতি সমৃদ্ধ হবে।

পরিবেশবান্ধব শিপ বিল্ডিং ও শিপ রিসাইক্লিং কর্মকান্ডের প্রসারে শিল্প মন্ত্রণালয় **'বাংলাদেশ জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ আইন, ২০১৮'** প্রণয়ন করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার চরনিশানবাড়িয়া ও মধুপাড়া মৌজা এবং বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলার ছোটনিশানবাড়িয়া মৌজায় শিপ বিল্ডিং ও রিসাইক্লিং জোন গড়ে তোলা হচ্ছে। ভোলার গ্যাস কাজে লাগিয়ে ২২৫ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের প্রকল্পও বাস্তবায়িত হচ্ছে। পাশাপাশি বিদ্যমান বিসিক শিল্প নগরিগুলোর প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়নেও সরকারের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

বর্তমান সরকার গৃহিত নানামুখী পদক্ষেপের ফলে বরিশাল অঞ্চলে কৃষিভিত্তিক, মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, পর্যটনসহ উদীয়মান বিভিন্ন শিল্পখাতে বিনিয়োগের অপার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। প্রাকৃতিক গ্যাস, বিদ্যুৎ, সড়ক, সেতুসহ বিভিন্ন অবকাঠামোর সুবিধা এ সম্ভাবনাকে আরো জোরদার করেছে। এখান থেকে নদী পথে পণ্য পরিবহনও সুবিধাজনক। এছাড়া, স্থানীয়ভাবে কাঁচামালেরও সহজলভ্যতা রয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় বরিশাল অঞ্চল শিল্পায়নের জন্য একটি উৎকৃষ্ট জনপদ। বরিশাল অঞ্চলে শিল্পায়নের বিদ্যমান সম্ভাবনা কাজে লাগাতে স্থানীয় উদ্যোক্তাদের এগিয়ে আসতে হবে। একই সাথে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকেও সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। মোট কথা শিল্পায়নের জন্য Effective University Industry Linkage অত্যন্ত জরুরি। কারণ আমাদের শিল্প উদ্যোক্তাদের অধিকাংশই First Generation অতিক্রম করছে।

কোন্ ধরনের শিল্প স্থাপন লাভজনক হবে, বাজারে কী ধরনের পণ্যের Demand বেশি, কীভাবে Project Profile তৈরি করতে হবে, কীভাবে Productivity বাড়ানো ও Value Addition করা যায় ইত্যাদি বিষয়ে তাদের ধারণা কম। এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক, উন্নয়ন চিন্তাবিদ, শিল্প বিশেষজ্ঞ, প্রযুক্তিবিদ তথা এক কথায় Academia এর পক্ষ থেকে নতুন প্রজন্মের শিল্প উদ্যোক্তাদের সাহায্য করতে হবে। তাদেরকে টেকসই ও পরিবেশবান্ধব প্রকল্প গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। বরিশাল অঞ্চলে শিল্পায়নের অপার সম্ভাবনা থাকলেও অদ্যাবধি এ অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য কোনো শিল্প-কারখানা গড়ে ওঠেনি। এর জন্য নীতি নির্ধারক, উদ্যোক্তা এবং একাডেমিয়া সকলেরই সমান দায়বদ্ধতা রয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে আমরা শিল্প সহায়ক অবকাঠামো তৈরি করে দিচ্ছি। এখন উদ্যোক্তা ও একাডেমিয়াকে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। তাহলেই কাঙ্ক্ষিত শিল্পায়ন হবে।

সম্মানিত শিক্ষাবিদগণ,

শিল্পায়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এটি একটি জ্ঞানভিত্তিক অভিযাত্রা। যুগে-যুগে এমনকি শতাব্দীর ব্যবধানে শিল্পায়নের গতিধারা পরিবর্তন হয়েছে। শিল্পায়ন প্রক্রিয়ায় ক্রমেই আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। উন্নত বিশ্বে এখন চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ধারা চলছে। কিন্তু বৈশ্বিক শিল্পবিপ্লবের ধারা বিবেচনায় বাংলাদেশে এখন তৃতীয় শিল্প বিপ্লবের যুগে প্রবেশ করেছে। শিল্পসমৃদ্ধ ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস এই শিল্প বিপ্লবেরই বাস্তবতা। ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্ন সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে। ২০৪১ সাল নাগাদ বাংলাদেশ হবে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্র। এ অভীষ্ট লক্ষ অর্জনে শুধু তৃতীয় শিল্প বিপ্লব নয়, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুফলও কাজে লাগাতে হবে। উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রযুক্তির সফল প্রয়োগের মাধ্যমে শিল্পখাতে ব্যাপকহারে গুণগত পরিবর্তন আনতে হবে। উৎপাদিত পণ্য ও সেবার মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে।

এক্ষেত্রে নীতি নির্ধারক, শিল্প উদ্যোক্তা, শিল্প গবেষক, শিক্ষাবিদ, প্রযুক্তিবিদ, পরিবেশ বিজ্ঞানীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সম্মিলিত সমর্থন লাগবে। বিশেষ করে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে বরিশাল অঞ্চলসহ সমগ্র বাংলাদেশে জ্ঞানভিত্তিক শিল্পায়নের যে জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে, তা এগিয়ে নিতে এ অঞ্চলের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। শক্তিশালী গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) সেল গঠনের মাধ্যমে শিল্প গবেষণা জোরদার করে শিল্পায়নের প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিত করতে হবে। পাশাপাশি এগুলো মোকাবেলার কার্যকর কর্মপন্থা নির্ধারণ করে শিল্পায়ন প্রক্রিয়াকে দ্রুত কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যের পথে এগিয়ে নিতে হবে।

আজকের সেমিনারে বিজ্ঞ আলোচক ও বক্তাদের আলোচনায় বরিশাল অঞ্চলের শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির সম্ভাবনাগুলো ওঠে এসেছে। একই সাথে শিল্পায়নের পথে অন্তরায়গুলো চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। এসব সমস্যার সমাধানে সরকারের পক্ষ থেকে যা যা করা প্রয়োজন, আমরা এর সবই করব। পাশাপাশি বরিশাল অঞ্চলকে শিল্পের "হাব" (Hub) হিসেবে গড়ে তুলতে একাডেমিয়ার সহযোগিতাও প্রয়োজন রয়েছে বলে আমি মনে করি।

আমার বিশ্বাস, বরিশালের সাহসী জনগণের শ্রম, ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের উদ্যোগ, সুশীল-সমাজের মেধা এবং সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা এক সাথে কাজ লাগিয়ে অচিরেই বরিশাল অঞ্চল দেশের অন্যতম অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ শিল্পাঞ্চল হিসেবে গড়ে ওঠবে। এর মাধ্যমে আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাকে বাস্তবে রূপায়নে সক্ষম হবো। এ আশাবাদ ব্যক্ত করে এবং আজকের সেমিনার আয়োজনের জন্য বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় রিসার্চ সেলকে আবারও আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।